ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৩ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) ১ চৈত্র ১৪২৫ , ১৫ মার্চ ২০১৯

গত ১২ মার্চ ২০১৯ ভোররাতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন। এসময় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. এস এম মাহফুজুর রহমান এবং রেজিস্টার মো. এনামউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

ডাকসু নির্বাচনে নুরুল হক ভিপি ও গোলাম রাব্বানী জিএস পদে নির্বাচিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মো. নুরুল হক সহসভাপতি (ভিপি), গোলাম রাব্বানী সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এবং সাদ্দাম হোসেন সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১১মার্চ ২০১৯ সোমবার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গণনা শেষে ডাকসু'র সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে- উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গত ৭ মার্চ ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান।

সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, সিনেট সদস্য অধ্যাপক এম এ বারী সহ মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড, অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই ভাষণ বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ ও স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান রেখেছে। এই ভাষণের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রস্তুত করেছিলেন। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ শুধু ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতিকেই অনুপ্রাণিত করেছিল তা নয়, বরং এই ভাষণ যুগে যুগে বিশ্বের সকল অবহেলিত ও বঞ্চিত জাতি-গোষ্ঠীকে অনুপ্রেরণা জোগাতে থাকবে। একারণেই ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ দিবস উপলক্ষে ঐদিন সকালে রোকেয়া হলের ৭ মার্চ ভবন চত্বরে স্থাপিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জিনাত হুদার নেতৃত্বে পুস্পস্তবক অর্পন করা হয়।

ঐতিহাসিক 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উদ্‌যাপিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহাসিক 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়েছে। গত ২ মার্চ ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন সংলগ্ন বটতলা প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ ও নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক শারমিন জাহান চৌধুরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা ও মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাৎ বরণকারী ৩০ লাখ শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। একই সাথে ঐতিহাসিক এই বটতলায় সমবেত হয়ে ১৯৭১ সালের ২রা মার্চে তৎকালীন ডাকসুর নেতৃবৃন্দ ও যেসব ছাত্র নেতারা বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করেছিলেন তাদের প্রতিও উপাচার্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামান বলেন, মার্চ মাস আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গৌরবের মাস। জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের সূচনালগ্ন থেকে একের পর এক ঘটতে থাকে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই মার্চ মাস থেকেই বাংলাদেশের সবকিছু পরিচালিত হতে থাকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। তাই নানা কারণে মার্চ মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই মাসটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইকবাল হল (বর্তমান শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক)-এর ছাত্ররা সেসময় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান আশা প্রকাশ করে বলেন, ডাকসু নির্বাচনে নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ অতীতের ন্যায় অসাম্প্রদায়িক ও উদার নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় রচিত হয়েছে এই ২রা মার্চের বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত প্রথম পতাকা উত্তোলন। তিনি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইতিহাস ও মহান মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন।

সভাপতির ভাষণে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ বলেন, ১৯৭১ সালের অগ্নিঝরা ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অকুতোভয় ছাত্র সমাজ ও জনতা ঐতিহাসিক এই বটতলায় গর্জে ওঠে প্রথম উত্তোলন করেছিল বাংলাদেশের পতাকা। তার কিছুদিন পর ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে সারা দেশে অফিস-আদালত ও ঘরে ঘরে শোভা পায় এই পতাকা। এই পতাকার মর্যাদা আমাদের সবাইকে রক্ষা করতে হবে।

আলোচনা পর্ব শেষে প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী অনুপ ভট্টাচার্যের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংগীত বিভাগের শিক্ষার্থীরা পরিবেশন করে দেশের গান।

ঢাবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ক্যাম্পাসে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এক মিলনমেলা গত ৯ মার্চ ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' স্লোগানকে সামনে রেখে এ মিলনমেলার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানস্থল সাজানো হয় মনোরম সাজে। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। বয়স, পদ ও সামাজিক অবস্থান ভুলে তারা হারিয়ে যান নিজেদের যৌবনে। ক্যাম্পাসের ফেলে আসা সেই রঙিন জীবনকে খুঁজে ফেরেন তারা। টিএসসি'র আড্ডা, দুরন্তপনা অথবা আন্দোলন-সংগ্রামের উত্তাল দিনগুলো তাদের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। দিনভর আনন্দ-উল্লাস, ছবি তোলা, বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা, হৈ চৈ ও কোলাহলে মেতে থাকেন সবাই।

সকালে জাতীয় পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা ও অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মিলনমেলার বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আনুষ্ঠানিকভাবে মিলনমেলার উদ্বোধন করেন। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে আজাদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ডাকসু'র সাবেক ভিপি ও সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ স্টাডি এন্ড রিসোর্স ইউটিলাইজেশন-এর উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক দু'দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ২ মার্চ ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে শেষ হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ড. দীপু মনি সম্মেলনে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসময় অন্যান্যে মধ্যে বৃটিশ হাই কমিশনার এলিসন ব্লেক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এবং সম্মেলন আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ স্টাডি এন্ড রিসোর্স ইউটিলাইজেশন-এর উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক দু'দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১ মার্চ ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কমনওয়েলথ স্কলার্স এন্ড ফেলোজ (বিএসিএসএএফ) এবং এলামনাই এসোসিয়েশন অব জার্মান ইউনিভার্সিটিজ ইন বাংলাদেশ (এএজিইউবি)-এর সহযোগিতায় এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে।

সম্মেলন আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানীর রাষ্ট্রদূত মি. পিটার ফাহরেনহল্‌জ প্রধান অতিথি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব সোহরাব হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন আয়োজক কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নূরনবী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বৈশ্বিক পরিবেশকে নিরাপদ রাখার কাজে এগিয়ে আসার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমনের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত দেশসমূহের শিল্প বিপ্লব এই গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমনের জন্য দায়ী। এর ফলে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের শিকার ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনের নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। অত্যন্ত সময়োপযোগী এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করায় তিনি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। এই সম্মেলন থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি প্রশমন বিষয়ক কার্যকর ও বাস্তবমুখী সুপারিশ পাওয়া যাবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

জার্মানীর রাষ্ট্রদূত মি. পিটার ফাহরেনহল্‌জ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, তাহলে প্রত্যেকেই স্ব স্ব অবস্থান থেকে এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যাবলী সমাধানের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে জার্মান সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে।

উল্লেখ্য, এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী, ইতালী, ভারতসহ দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান বিজ্ঞানীগণ অংশগ্রহণ করেন।

ঢাবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ক্যাম্পাসে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা

(১ম পৃষ্ঠার পর) সৈয়দ মনজুর এলাহী, রকীব উদ্দীন আহমেদ, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব রঞ্জন কর্মকার, মিলনমেলা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক এ্যাডভোকেট মোল্লা মোহাম্মদ আবু কাওছার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ সহ সাবেক উপাচার্যগণ, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্য, বিচারপতি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, স্বাধীনতা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, বিশিষ্ট শিল্পপতি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও উচ্চপদস্থ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতী শিক্ষার্থী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, মহান ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম সহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনন্য অবদান রেখেছেন। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের অ্যামব্যাসেডর হিসেবে বর্ণনা করে উপাচার্য বলেন, বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাদের কাজ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য তিনি প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধারণ করে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য বর্তমান শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ডাকসু'র সাবেক ভিপি ও সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ তাঁর বর্ণাঢ্য ছাত্র জীবন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিঝরা দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেন। দীর্ঘদিন পর ডাকসু নির্বাচন আয়োজন করায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। নির্বাচিত ডাকসু নেতৃবৃন্দ জাতির প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ গত ৫ মার্চ ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরসি মজুমদার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. রশিদ আহমদ, কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন এবং বিভাগীয় জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া।

ডাকসু নির্বাচনে নুরুল হক ভিপি ও গোলাম রাব্বানী জিএস পদে নির্বাচিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) ড. মো. আখতারুজ্জামান নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন। এসময় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. এস এম মাহফুজুর রহমান, রিটার্নিং অফিসারবৃন্দ, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ, প্রক্টর এবং সহকারী প্রক্টরগণ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে হল সংসদের সভাপতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট হলের প্রভোস্টগণ নিজ নিজ হলের ফলাফল ঘোষণা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বিজয়ীরা হলেন- স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক সাদ বিন কাদের চৌধুরী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক মো. আরিফ ইবনে আলী, কমনরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক লিপি আক্তার, আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পাদক শাহরিমা তানজিন অর্নি, সাহিত্য সম্পাদক মাজহারুল কবির শয়ন, সংস্কৃতি সম্পাদক আসিফ তালুকদার, ক্রীড়া সম্পাদক শাকিল আহমেদ তানভীর, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক মো. শামস-ঈ-নোমান ও সমাজসেবা সম্পাদক আখতার হোসেন।

সদস্য পদে নির্বাচিতরা হলেন- যোশীয় সাংমা চিবল, মো. রকিবুল ইসলাম ঐতিহ্য, মো. তানভীর হাসান সৈকত, তিলোত্তমা সিকদার, নিপু ইসলাম তন্বী, রাইসা নাসের, সাবরিনা ইতি, মো. রাকিবুল হাসান রাকিব, নজরুল ইসলাম, মোছা. ফরিদা পারভীন, মুহা. মাহমুদুল হাসান, মো. সাইফুল ইসলাম রাসেল ও মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সবুজ।

ডাকসু'র সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. এস এম মাহফুজুর রহমান এবং প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী এই নির্বাচনের বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

অধ্যাপক ড.এস এম লুৎফর রহমানের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. এস এম লুৎফর রহমান গত ২ মার্চ ২০১৯ তাঁর আজিমপুরস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি..........রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ২ ছেলে, ৪ মেয়ে, আত্মীয়স্বজন এবং অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে নামাজে জানাজা শেষে তাঁকে মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলায় পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

অধ্যাপক ড. এস এম লুৎফর রহমানের মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের শিক্ষক, বিভাগীয় চেয়ারম্যান এবং 'নজরুল চেয়ার' হিসেবে অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। শিক্ষা বিস্তারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান সব সময় স্মরণীয় হবে থাকবে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য মরহুমের বিদেহী রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

শাহ আলমগীরের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এক শোক বাণীতে উপাচার্য বলেন, সাংবাদিকতা পেশার উন্নয়ন এবং সাংবাদিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি অসাধারণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মো. শাহ আলমগীর ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

ড. জিসি দেব স্মরণে বিশেষ সেমিনার

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মানবতাবাদী দার্শনিক অধ্যাপক ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবের ১১২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক বিশেষ সেমিনার গত ১৩ মার্চ ২০১৯ আর.সি. মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র এই সেমিনারের আয়োজন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। 'আন্তঃধর্মীয় সংলাপের রোল মডেল : গুরুগ্রন্থ সাহেব' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী নূরুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য দেন কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. সাজাহান মিয়া।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রয়াত অধ্যাপক জিসি দেবের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি একজন অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। অধ্যাপক জিসি দেবের জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে সৎ, উদার ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হওয়ার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব ১৯০৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সিলেট জেলার পঞ্চখণ্ড পরগণার লাউতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে স্থানীয় হরগোবিন্দ হাই স্কুল থেকে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি কলকাতার রিপন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এ এবং ১৯২৯ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে দর্শনে অনার্সসহ বিএ পাশ করেন। তিনি ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদেন এবং ১৯৬৭ সালে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। আজীবন তিনি অকৃতদার ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে তিনি জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট বাংলোয় পাক-হানাদার বাহিনীর গুলিতে নিহত হন।

৩য় নারী গণিত অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগ, নারী গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি ও এ.এফ. মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে গত ৮ মার্চ ২০১৯ ৩য় নারী গণিত অলিম্পিয়াড-২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ.এফ. মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

দিবসটি উপলক্ষে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মসূচীতে ২০টি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২৫০জন স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। সকালে এই গণিত অলিম্পিয়াডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সুলতানা কামাল।

এই গণিত অলিম্পিয়াড উপলক্ষে গণিত বিষয়ে উপস্থাপনা, বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিকেলে বিজয়ীদের মাঝে সনদ, ক্রেস্ট ও প্রাইজ মানি প্রদান করা হয়। এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ।

গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অমল কৃষ্ণ হালদারের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আজিজ, জনতা ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান লুনা সামসুদ্দোহা, এ.এফ. মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি মিসেস খুশি কবির এবং নারী গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি'র পরিচালক অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার।

অলিম্পিয়াডের পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন- নাদিরা তাসনিম, সাকিয়াতুল জান্নাত রুহি, মোশায়রা তাসনিম, শোভা ইসলাম, কাজী মুশফিকা করিম, নুজহাত নোয়াইরি খান, সুস্মিতা হালদার রুম্পা, তৃষ্ণা দত্ত, তাসমিয়া জেরিন এবং রাবেয়া আক্তার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফলিত গণিত বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশনের নবীন বরণ গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আজিজ, ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী, অধ্যাপক ড. মো. তজিবর রহমান, অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ এবং অনারারি অধ্যাপক ড. মো. মোবারক হোসেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

জাপানের দু'জন অধ্যাপক

জাপানের নারা উইমেন্স ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. ফুগো তাকাসু এবং কাজুশি ফুজিমোতো গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: কাউসার আহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের নারা উইমেন্স ইউনিভার্সিটির মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নারা উইমেন্স ইউনিভার্সিটির মধ্যে ইতোমধ্যেই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় নারা উইমেন্স ইউনিভার্সিটিতে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বৃত্তির এই সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জাপানী অধ্যাপকের সহযোগিতা চান। জাপানের অধ্যাপক এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ভারতীয় প্রতিনিধিদল

ভারতের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি দিল্লী'র অধ্যাপক ড. এ রামানান-এর নেতৃত্বে ৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ৫ মার্চ ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন- অধ্যাপক নবীন গার্গ, সৌরিব্রত চ্যাটার্জি এবং সোমনাথ বৈদ্য রায়।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হাসানুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি দিল্লী'র মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এই দু' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যৌথ তত্ত্বাবধানে পিএইচডি ডিগ্রি চালুর বিষয়েও বৈঠকে মত বিনিময় করা হয়। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি দিল্লীতে উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ফেলোশিপ প্রদানের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এছাড়া, উভয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। এসব বিষয়ে শিগ্‌গিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তারা ঐকমত্যে পৌঁছেন।

যুক্তরাজ্যের দু'জন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী

যুক্তরাজ্যের দু'জন খ্যাতিমান চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী হার্টফোর্ডশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. গ্লেডা ফ্রেডম্যান এবং ফ্যামিলি থেরাপি জার্নালের সম্পাদক ফিলিপ মিসেন্ট গত ৬ মার্চ ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ কামরুজ্জামান মজুমদার, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান সহ বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা উন্নত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এরআগে, অধ্যাপক ড. গ্লেডা ফ্রেডম্যান এবং ফিলিপ মিসেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগে Family Therapy শীর্ষক এক কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন।

জাপানের অধ্যাপক

জাপানের উৎসুনোমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ইয়াসু শিগেতা গত ১০ মার্চ ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এবং উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের উৎসুনোমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং উৎসুনোমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২০০৩ সালে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই সমঝোতা স্মারক নবায়ন এবং যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের বিষয়ে তারা মত বিনিময় করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ

'এশিয়ান এন্ড প্যাসিফিক এসোসিয়েশন অফ সোস্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন'-এর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. জুলকারনাইন এ. হাট্টা এবং 'এশিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল সোস্যাল ওয়ার্ক'-এর পরিচালক প্রফেসর তাতসুরু আকিমতো গত ১৪ মার্চ ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) এবং 'বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সোস্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন'-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক তাহমিনা আখতার।

ভারতের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি দিল্লী'র অধ্যাপক ড. এ রামানান-এর নেতৃত্বে ৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ৫ মার্চ ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

যুক্তরাজ্যের দু'জন খ্যাতিমান চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী হার্টফোর্ডশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. গ্লেডা ফ্রেডম্যান এবং ফ্যামিলি থেরাপি জার্নালের সম্পাদক ফিলিপ মিসেন্ট গত ৬ মার্চ ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

জাপানের উৎসুনোমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ইয়াসু শিগেতা গত ১০ মার্চ ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

জাপানের নারা উইমেন্স ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. ফুগো তাকাসু এবং কাজুশি ফুজিমোতো গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

২দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং 'বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সোস্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন'-এর যৌথ উদ্যোগে 'Globalization of Social Work Education, Practice and Social Plicy in South Asian Region' শীর্ষক ২দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১৪ মার্চ ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) এবং 'বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সোস্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন'-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন 'এশিয়ান এন্ড প্যাসিফিক এসোসিয়েশন অফ সোস্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন'-এর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. জুলকারনাইন এ. হাট্টা এবং সম্মানিত অতিথি ও মূল বক্তা ছিলেন 'এশিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল সোস্যাল ওয়ার্ক'-এর পরিচালক প্রফেসর তাতসুরু আকিমতো। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক তাহমিনা আখতার। সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

ঢাবি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তাদের জন্য "উচ্চশিক্ষায় সফলতা অর্জনে কর্মকর্তাদের ভূমিকা" শীর্ষক এক কর্মশালা গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোজাফ্‌ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অব এক্সিলেন্স ইন টিচিং অন লার্নিং-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালা উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

উপাচার্য অধ্যাাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, উচ্চশিক্ষায় সফলতা অর্জনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এ জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে কর্মকর্তারা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অব এক্সিলেন্স ইন টিচিং অন লার্নিং-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ টি এম শামছুজ্জোহা, বিসিএস প্রশাসন একাডেমির অতিরিক্ত সচিব মো. জাফর ইকবাল, অধ্যাপক শরিফ উল্লাহ ভূইয়া, রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান এবং মো. শাহাদত হোসেন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন।

আন্তঃহল দাবা ও ক্যারম প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃহল দাবা প্রতিযোগিতায় বিজয় একাত্তর হল চ্যাম্পিয়ন এবং হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল রানার্স আপ হয়েছে। এছাড়া, আন্তঃহল ক্যারম প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের একক ও দ্বৈতে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এককে স্যার এ. এফ রহমান হল ও দ্বৈতে জগন্নাথ হল রানার্স আপ হয়েছে। ছাত্রীদের এককে রোকেয়া হল ও দ্বৈতে কবি সুফিয়া কামাল হল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এককে শামসুন নাহার হল ও দ্বৈতে বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল রানার্স আপ হয়েছে ।

প্রতিযোগিতা শেষে গত ৪ মার্চ ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেশিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃহল দাবা ও ক্যারম কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মো. শাহজাহান আলীসহ বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, হাউজ টিউটর, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

মহান একুশে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৯ উপলক্ষে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা শহীদ আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর ও সংগ্রহশালা-এর উদ্যোগে শারীরিক ও মানসিকভাবে চ্যালেঞ্জড শিশু-কিশোরদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতিযোগিতা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ এবং ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সরদার এ. রাজ্জাক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃহল ভলিবল প্রতিযোগিতায় ছাত্র বিভাগে বিজয় একাত্তর হল ও ছাত্রী বিভাগে রোকেয়া হল চ্যাম্পিয়ন এবং ছাত্র বিভাগে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল ও ছাত্রী বিভাগে কবি সুফিয়া কামাল হল রানার্স-আপ হয়েছে। এছাড়া এবছর ভলিবলের সেরা খেলোয়াড় হয়েছে বিজয় একাত্তর হলের ফারুক আহমেদ এবং রোকেয়া হলের জয়ত্রী সরকার। গত ৭ মার্চ ২০১৯ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান, অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান, অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, অধ্যাপক ড. জিয়াউল হক মামুন প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ৫জন বিশিষ্ট নারীকে সম্মাননা প্রদান

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে গত ৮ মার্চ ২০১৯ বেগম বদরুন্নেসা আহমেদ ট্রাস্টের উদ্যোগে ৫জন বিশিষ্ট নারীকে সম্মাননা-২০১৯ প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন- প্রথম নারী সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, প্রথম নারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, প্রথম নারী স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এবং প্রথম নারী মেজর জেনারেল সুসানে গীতি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের সুপারনিউমারারি অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক, ডাকসু'র সাবেক ভিপি অধ্যাপক মাহফুজা খানম ও মেজর জেনারেল (অব.) ইফতেখার উদ্দিন।

'রোবটিক্স-এর ভবিষ্যৎ এবং বাংলাদেশের সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ও চ্যানেল আই এর যৌথ উদ্যোগে 'Future of Robotics and the Opportunity for Bangladesh' শীর্ষক এক সেমিনার গত ৪ মার্চ ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরআই খান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ।

সেমিনারে 'Future of Robotics and the Opportunity for Bangladesh' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মেহেদী শামস। ঢাবি রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. লাফিফা জামালের সভাপতিত্বে সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন আইবিএ'র পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ ফারহাত আনোয়ার, চ্যানেল আই-এর পরিচালক ও বার্তা প্রধান শাইখ সিরাজ এবং রবি আজিয়াটা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মাহতাব উদ্দিন আহমেদ।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ভাষণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপকল্প দিয়েছিলেন। আমরা জাতির জনকের স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা গড়তে একটি শ্রমভিত্তিক অর্থনীতি থেকে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তর হওয়ার চেষ্টা করছি। এই উন্নয়ন যাত্রায় তথ্য প্রযুক্তি হচ্ছে প্রধান হাতিয়ার। তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে সব ধরনের সহযোগিতা করছে সরকারের আইসিটি বিভাগ।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, শিক্ষা ও গবেষণায় আমাদের আরও গুরুত্ব দেয়া দরকার। বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে সমসাময়িক উদ্ভাবন ও এর প্রায়োগিক দিক উল্লেখ করে তিনি বলেন, কৃষিখাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির অবদান অপরিসীম। বাংলাদেশের সর্বত্র কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির আরও ব্যাপক ব্যবহার প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ২০১৮ সালের আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে প্রথমবার অংশগ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত তিনটি টিম-'রোবো টাইগার', 'টিম বাংলাদেশ' এবং 'রোবো চ্যালেঞ্জার' এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে গোল্ড মেডেলসহ বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করে। অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারীদের সম্মাননা জানানো হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পপুলেশন সায়েন্সেস্ বিভাগের ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের বি.এস.এস. (সম্মান) শ্রেণীর ১ম বর্ষ ১ম সেমিস্টার শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের এম.এস.এস. শ্রেণীর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ৪ মার্চ ২০১৯ আর. সি. মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

কলা অনুষদ বৃত্তি পেলেন ৪২ জন শিক্ষার্থী

পড়ালেখায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ৪২জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বৃত্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির স্বাগত বক্তব্য দেন। এসময় বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও বৃত্তি ফান্ডের দাতাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান।

মেধা বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন - মু. আব্দুল্লাহ আল মামুন, মির্জা সাউদ সালেহ (আরবী), আকলিমা আক্তার ইমি (ফারসি ভাষা ও সাহিত্য), মুর্শিদা রহমান, নাহিদা আনোয়ার, (আরবী), নায়েবা রিফাত রওশনী (ফারসি ভাষা ও সাহিত্য), সীমা আক্তার (উর্দু), মোঃ বেলাল মিয়া (সংস্কৃত), পুষা রতন ত্রিপুরা (পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ), মোঃ আল-আমিন, মোঃ জিলানী আহম্মেদ মাফরুহা রওশন (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), ফারুক হাওলাদার, মোছাঃ নাজমা খাতুন (ইসলামিক স্টাডিজ), মোছাঃ লাবনী আক্তার (তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা), শুক্লা রানী বর্মন (ভাষাবিজ্ঞান), প্রিয়াংকা দেবনাথ (সংগীত) এবং মোঃ রিমু হাসান (বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি)।

কুদসিয়া চৌধুরী বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন - খাইরুল বাশার (আরবী), বাদল মিয়া (ফারসি ভাষা ও সাহিত্য), ভিনসেন্ট কেরকেটা (সংস্কৃত) এবং শাহানাজ পারভীন (ভাষাবিজ্ঞান)। অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন - আলমগীর হোসেন (পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ) ও শিখা রানী দাস (বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি)। আনোয়ারা খাতুন-রমজান হোসেন বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন - আফছার হোসাইন (দর্শন) ও মোঃ ফুলচান মিয়া (ইসলামিক স্টাডিজ)। আফরোজা আকবর স্মৃতি বৃত্তি

তাসলিমা আক্তার, কুমারী মুক্তা কর্মকার (দর্শন), শিউলী আক্তার (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) ও চিরঞ্জিত সাহা (সংগীত)।

সাধারণ বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন - এমটি. বিথী খাতুন, তামান্না ফেরদৌস (বাংলা), আয়শা আক্তার সুমি, মোঃ রিদওয়ান ইসলাম (ইংরেজি), শরিফুজ্জামান, হাসমত আলী প্রাপ্তরা হলেন -মোছাঃ আরিফা খাতুন (বাংলা) এবং সানজিদা ইমু (দর্শন)। আব্দুস ছামাদ ভূঁইয়া বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন -মোঃ সুমন হাসান ও ফারজানা আক্তার (ইতিহাস)। অনুসন্ধান' ৮৩ বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন -মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন (ইতিহাস) এবং সানজিদা পারভীন (নৃত্যকলা)।

ফার্মেসী অনুষদের ডিনস্ এ্যাওয়ার্ড পেলেন ৯জন মেধাবী শিক্ষার্থী

২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালের বি ফার্ম পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ৯জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে "ডিনস্ এ্যাওয়ার্ড" প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, অনুষদের ১৪জন শিক্ষার্থী বৃত্তি লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ টিএসসি মিলনায়তনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে এ্যাওয়ার্ড ও বৃত্তির চেক তুলে দেন।

ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ফার্মেসী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার সঙ্গে সততা, সত্যবাদিতা ও দেশপ্রেমের সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। ভাল শিক্ষার্থী হওয়ার পাশাপাশি তাদের ভাল মানুষ হতে হবে।

ডিনস্ এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা হলেন- ফাহাদ ইমতিয়াজ রহমান, মাহফুজা আফরোজ সোমা, পার্সা সানজানা হক, পৌষালী সাহা, মাহমুদুল হাসান, হালিমা আক্তার, ফারজানা কবির, সাবিহা এনাম স্পৃহা এবং তাসলিমা বিনতে কামাল।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- পারিসা তামান্নুর রশিদ, মোকাদ্দাস ফ্লোরা অনন্তা, ফারিয়া তাসনিম, লুবা বিনতে মাহবুব, তানজিয়া ইসলাম তিথি, নাজিফা তাবাসসুম, মো. সাব্বির হোসেন, সায়মন শাহরিয়ার, রাশমিয়া নার্গিস রাইদা, শওকত জাহান শিপা, আসিফ রাজ, কাজী মিলেনুর রহমান প্রত্যয়, আহাদ চৌধুরী এবং সাদিয়া তাসনিম মিনা।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয় আর. সি. মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে "সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রয়োগ" শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের সভাপতি ও ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫